যুগান্তর

তারিখ ... 06 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

মাধবপুরের জগদীশপুর জেসি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে শতভাগ উপস্থিতি প্রয়োজন

রোকন উদ্দিন লস্কর, *মাধবপুর (হবিগঞ্জ) থেকে*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

প্রশিক্ষণ নিয়েও সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে পারছেন না অধিকাংশ শিক্ষক। তাই অনেকেই পাঠদানের আগে গাইড বই পড়ে আসেন। অনেকেই আবার এখনও সনাতন পদ্ধতিতেই পাঠদান করেন। মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে এগিয়ে গেলেও দুর্বল শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। গণিত শিক্ষার্থীদের কাছে রীতিমতো আতংক। সৃজনশীল পদ্ধতি পুরোপুরি সফল হতে হলে শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই নির্ভরশীল ক্লাসে শতভাগ উপস্থিতি প্রয়োজন। তাছাড়া বাজারে গাইড নিষিদ্ধ করাও জরুরি। এসব মন্তব্য হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ জগদীশপুর জেসি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকদের। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮৬ জন অংশ নিয়ে ২৫৮ জন পাস করে। এর মধ্যে ৩৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বর্তমানে স্কুল শাখায় ছাত্রছাত্রী ২ হাজার ১৬৮ জন। নিয়মিত শিক্ষক ১৯ জন আর খণ্ডকালীন শিক্ষক ৭ জন, ভোকেশনাল ৪ জন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসগর আলী বলেন, পাঠদানের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা সৃষ্টি। কিন্তু শিক্ষকরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রত্যাশিতভাবে প্রশিক্ষিত নন। ছয়দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে এ পদ্ধতির মাস্টার ট্রেইনার বনে গেছেন অনেকেই। স্কুল শাখায় ১৯ শিক্ষকের মধ্যে ১৬ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তারপরও শিক্ষককেই বাড়িতে গাইড বই পড়ে ক্লাসে আসতে হয়। তবুও শিক্ষকরা নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে পাঠদান ও প্রশ্নোত্তর তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। প্রতিটি শ্রেণীতে ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা কিন্তু প্রতিটি ক্লাসে ছাত্রছাত্রী প্রায় ১২৫ জন। এ অবস্থায় কজন শিক্ষক পদ্ধতিগতভাবে পাঠদান করতে পারছেন? সৃজনশীল পদ্ধতিতে গণিতে পাঠদান অনেক জটিল। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শিক্ষক না থাকায় এ বিষয়ে পাঠদানে হিমশিম খেতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছে গণিত ও বিজ্ঞান এখন আতংকের বিষয়। তিনি জানান, সরকারিভাবে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক নেয়ার সুযোগ না দেয়ায় খণ্ডকালীন শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান করানো হয়। খণ্ডকালীন শিক্ষকরা তেমন আন্তরিক নন। কারণ তারা উপযুক্ত বেতন-ভাতা পান না। এ কারণে তাদের অনেকটা গাছাড়া-ভাব থাকে।

সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মোস্তাক আহমেদ জানান, ঢাকা টিচার ট্রেনিং কলেজ থেকে দু'দফায় ১২ দিন সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী ও পাঠবই পড়লে ভালো করবে। শিক্ষানুরাগী দেওয়ান বাহাউদ্দিন আহমেদ লিটন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটছে। মুখস্থ ও নকল বিদ্যা উঠে যাচ্ছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রী ইয়ারমিন খান জানায়, এখন পাঠ্যবই ভালো করে পড়তে হয়। ক্লাসে মনোযোগী হলে ফলাফল ভালো করা সম্ভব। তবে সৃজনশীলে গণিত বেশ জটিল।

কাল ছাপা হবে : সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়